ন্যায়বিচার-অধিকারের দাবি জানালো প্রতিবন্ধীদের সমাবেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি: কলকাতা, ৩রা ডিসেম্বর– অবিলম্বে সমস্ত প্রতিবন্ধী মানুষের অধিকার সুনিশ্চিত করতে হবে। শনিবার কলকাতায় বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস উপলক্ষে আয়োজিত সমাবেশে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের কাছে এই দাবিতেই সোচ্চার হলেন রাজ্যের প্রতিবন্ধীরা। তাঁদের দাবি, ২০০৭ সালে রাষ্ট্রসঙ্ঘে গৃহীত সনদের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে অবিলম্বে সংসদে প্রতিবন্ধকতা বিষয়ক নতুন আইন পাস করতে হবে। প্রতিবন্ধীদের জন্য বরাদ্দ অর্থ ও ভাতা বাড়াতে হবে রাজ্য সরকারকেও। প্রতিবন্ধীদের এই বক্তব্যকে সমর্থন জানিয়ে বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু বলেন, রাষ্ট্রসঙ্ঘে যা আলোচিত ও সিদ্ধান্ত হয়েছে, তাতে ভারতও সই করেছে। ভারতের উচিত ছিল তা কার্যকর করা। কিন্তু তা হয়নি। ঐ সনদ চালু হয়নি এখানে। অবিলম্বে তা চালু করতে হবে। প্রতিবন্ধীদের আরও দাবি, দেশজুড়ে চালু করতে হবে একই ধরনের পরিচয়পত্র ও শংসাপত্র। না হলে আগামী দিনে আইন অমান্য সহ বৃহৎ আন্দোলনে নামবেন তাঁরা।

এদিন রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে বহু প্রতিবন্ধী মহিলা ও পুরুষ কলকাতায় গোষ্ঠ পালের মূর্তির নিচে জড়ো হন। তাঁদের সঙ্গে যোগ দেয় বিভিন্ন স্কুলের প্রতিবন্ধী ছাত্রছাত্রীরাও। আসেন নানা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের প্রতিনিধিরাও। সেখান থেকে এক বর্ণাঢ্য পদযাত্রায় অংশ নিয়ে তাঁরা সমবেত হন রানী রাসমণি রোডে। এক জমজমাট সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও সংবর্ধনা

রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে যে নির্দিষ্ট বিধান চালু করা হয়েছে, তা রক্ষা করতে হবে। বাড়াতে হবে অর্থ বরাদ্দ। প্রতিবন্ধী মানুষেরা আজ যে আন্দোলন কর্মসূচী নিয়েছেন, তা অত্যন্ত সমর্থনযোগ্য।

প্রতিবন্ধী মানুষের দাবিদাওয়া আদায়ে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী হয়ে উঠতে হবে বলে মন্তব্য করে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা রবীন দেব বলেন, সমস্ত ধরনের অন্যায় ও অবিচারের প্রতিকারের জন্য চাই জোরালো আওয়াজ। কেন্দ্র ও রাজ্যের বিরুদ্ধে সোচ্চারে সেই আওয়াজই এখন উঠেছে চারদিক থেকে। প্রতিবন্ধী মানুষের দাবিদাওয়া আদায় হবেই।

১৯৮১ সালকে রাষ্ট্রঙ্ঘের পক্ষ থেকে আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী বর্ষ হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছিল। এরপর ১৯৯৫ সাল থেকে ৩রা ডিসেম্বর দিনটিকে বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস হিসাবে পালন করা হচ্ছে। কিন্তু প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারী তরফে তেমন কিছুই করা হচ্ছে না বলে জানান পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রতিবন্ধী সম্মিলনীর সাধারণ সম্পাদক কান্তি গাঙ্গুলি। তিনি বলেন, প্রতিবন্ধকতা বিষয়ক নতুন আইন সংসদে পাস করতে হবে। এর আগে প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েও তার জবাব মেলেনি। আবার চিঠি দেওয়া হচ্ছে। এছাড়াও সমস্ত প্রতিবন্ধীর জন্য চালু করতে হবে ইউনিভার্সাল আইডেনটিফিকেশন কার্ড বা সর্বজনীন পরিচিতিপত্র। সারা ভারতে একই ধরনের শংসাপত্র ও পরিচয়পত্র হওয়া দরকার। বি পি এল তালিকায় তাঁদের

জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে পালিত হয় এবারের বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস। সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু সহ রবীন দেব, কান্তি গাঙ্গুলি, আজিজুল হক প্রমুখ।

বিমান বসু বলেন, প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষের অতিরিক্ত কিছু সমস্যা আছে। কিন্তু তাই বলে তাঁরা কোনো অংশেই কম নন। এঁদের মধ্যে নোবেল পুরস্কার পাওয়া বিজ্ঞানী যেমন আছেন, তেমনই আছেন অতি দক্ষ ক্রীড়াবিদও। কাজেই সামাজিক ন্যায়বিচার সবসময়েই এই প্রতিবন্ধী মানুষের পাওয়া উচিত। তাঁদের বিষয়ে রাষ্ট্রসঙ্ঘে যা যা আলোচিত ও সিদ্ধান্ত হয়েছে, গোটা বিশ্বকেই তা কার্যকর করতে হবে। কিন্তু তা হচ্ছে কোথায়! ভারতে এখনও ঐ সনদ চালু হলো না। বিলের খসড়া হলেও তা আইনে পরিণত হয়নি। অবিলম্বে এই কাজ করতে হবে কেন্দ্রকে। এ রাজ্যেও তা কার্যকর করতে হবে। অন্তর্ভুক্ত করে কাজ ও ভাতার ব্যবস্থা করতে হবে। বাড়াতে হবে নির্দিষ্টভাবে বরাদ্দ বিভিন্ন ভাতাও। রাজ্য সরকারের আর্থিক অনুদানপ্রাপ্ত জুভেনাইল জাস্টিস হোমগুলিতেও অর্থ বরাদ্দ বাড়াতে হবে অবিলম্বে। না হলে বৃহৎ আন্দোলনে নামবেন সমস্ত প্রতিবন্ধী মানুষ।

এদিনের অনুষ্ঠানে ক্রীড়াবিদ্ প্রশান্ত কর্মকার, পরিতোষ বর্মণ, রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত মান্নান বিশ্বাস, ও সেন্টারের কর্ণধার অশোক চক্রবর্তীকে সংবর্ধনা জানানো হয়। সেই সঙ্গে এবছর এথেন্সে অনুষ্ঠিত স্পেশাল অলিম্পিকে অংশ নেওয়া ১৩ জন ক্রীড়াবিদ ও ৩ জন প্রশিক্ষককে সংবর্ধিত করা হয়। আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয় প্যারা অলিম্পিকের ৫০ জন অংশগ্রহণকারীকেও। উপস্থিত ছিলেন মাসাদুর রহমান বৈদ্য, বাদশা মৈত্র, শৈলেন চৌধুরী প্রমুখ।

Close

Print